সাধন—বৈধী-ভক্তি

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গুরু-পদাশ্রয়াদি প্রথম দশটী অঙ্গ গ্রহণাত্মক; সেবা-নামাপরাধ-বর্জ্জনাদি দ্বিতীয় দশটী অঙ্গ বর্জ্জনাত্মক। এই বিশটী অঙ্গ ভক্তির দ্বারস্বরূপ—ভক্তিকে রক্ষা করিবার এবং ভক্তির অন্তরায়-সমূহকে দূরে রাখিবার উপায়-স্বরূপ। ইহার পরের চুয়াল্লিশ-অঙ্গই ভক্তির উন্মেষক সাধন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তিই উক্ত চুয়াল্লিশ অঙ্গের সার। চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবন—এই পাঁচটী অঙ্গের উৎকর্ষই শ্রীমান্‌মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।" সর্ব্ববিধ সাধনভক্তির মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রভু আরও বলিয়াছেন—"নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥ সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম॥ কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে-মজ্জন॥ ৩।২০।৭-১১॥" নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আরও একটী সুবিধা এই যে, "খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ অন্ত্য ২০।"

নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে "এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। অম্বরীষাদি ভক্তের বহুঅঙ্গ সাধন॥"

অন্যান্য অঙ্গের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এক অঙ্গের মাত্র সাধন এস্থলে অভিপ্রেত নহে; সকল অঙ্গের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনপূর্ব্বক রুচি-অনুসারে এক অঙ্গের অনুষ্ঠানাধিক্যই প্রভিপ্রেত।

বৈধীভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই প্রধানরূপে চিত্তে জাগরূক থাকে; সুতরাং বৈধী-ভক্তির সাধনে উন্মেষিত প্রেম মহিমাজ্ঞান-প্রধান; তাই সিদ্ধাবস্থায় বৈধীভক্তের ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে।

বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে কোনও ভাগ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান অন্তর্হিত হইতে পারে এবং শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লোভ জন্মিতেও পারে; এরূপ যখন হইবে, তখন হইতেই সাধকের ভক্তি রাগানুগায় পরিবর্ত্তিত হইবে।